Vol. 2 | No. 1 | 1958

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি (Compound Consonants)

Volume	2
Issue	1
Year	1958
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	June 15, 1958
DOI	10.62328/sp.v2i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v2i1.1
Pages	1-28
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
দ্বিতীয় ব
বর্ষা, ১৩৬৫

Check for updates

বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি
(Compound Consonants)

মুহম্মদ আবদুল হাই

ধ্বনি ও হরফ যে এক নয় তার আর একটা বড়ো প্রমাণ হলো বাংলার যুক্তাক্ষরগুলো। তার কারণ letter তথা অক্ষরের সংযুক্ততার দিক থেকে বাংলায় **আড়াইশ'র মতো** যুক্তাক্ষর রয়েছে, কিন্তু যথার্থ যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বা Consonant cluster রয়েছে মাত্র **ছত্রিশটি**। শব্দের শুরুতে এ ছত্রিশটি ধ্বনিরই সংযুক্ততা অক্ষুণ্ণ থাকে। দোস্ত্, গোশ্ত্, কার্ড্, ব্যাংক প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী শব্দে ছাড়া শব্দের শেষে বাংলাতে কোনো যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি নেই। সুতরাং শব্দশেষে এদের হ্রাস বৃদ্ধির কিংবা রূপান্তরের কোন প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু শব্দের মাঝখানে এদের কোনো কোনোটি আবার সংযুক্ততা হারিয়ে ধ্বনির পারম্পর্য অনুসারে নিছক অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। শব্দের মাঝখানে এদের কোন্‌টি অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মতো উচ্চারিত হয় সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

সংযুক্ত হরফ (letter) ও সংযুক্ত ধ্বনির সংখ্যাগত তারতম্য

বাংলার লেখন-পদ্ধতি অনুসারে শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থিত দুটো ধ্বনি সাধারণ্যে যুক্তাক্ষর নামে পরিচিত। —প্ত (সুপ্ত), —প্‌টা (চেপ্টা,) —ক্ত (ভক্ত), —গ্ধ (মুগ্ধ), —জ্জ (লজ্জা), —র্ব (গর্ব), —ড্‌ড্ (আড্‌ডা), —ক্য (বাক্য), —ঠ্য (পাঠ্য), —প্ন (স্বপ্ন) প্রভৃতি শব্দে যুক্তাক্ষরগুলোর রূপ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এবং বাংলায় এ ধরণের পাশাপাশি সকল প্রকার ব্যবহার্য ধ্বনিই স্মরণীয়। শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি

এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্পর্শ ধ্বনির প্রথমটির উচ্চারণ

অবস্থিত এ ধরণের দুটো ধ্বনির মধ্যে প্রথমটি স্পর্শধ্বনি হ'লে তার উচ্চারণ সংস্কৃতের হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো ; তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি এ ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয় না। পাণিনি প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবিদ ব্যঞ্জনধ্বনির এহেন অসম্পূর্ণ উচ্চারণকে 'অভিনিধান' নামে অভিহিত করেছেন।* এ সকল ক্ষেত্রে স্পৃষ্টধ্বনির প্রথমটি তার উচ্চারণ-স্থান ও রীতি অনুসারে মুখবিবরের নির্দিষ্ট স্থানে কিংবা ঠোঁটে ইংরেজী 'act' (ækt), 'begged' (begd), 'apt' (æpt) প্রভৃতি শব্দের 'k', 'g' ও 'p' ধ্বনির মতো গঠিত হয় কিন্তু মুক্ত হয় না। ফলে তাদের উচ্চারকেরা (articulators) ধ্বনিটিকে তার স্বস্থানে গঠন ক'রে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে, কিন্তু তাকে পূর্ণরূপ দেবার জন্যে দ্রুত মুক্ত হ'য়ে না গিয়ে উক্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে তার পরবর্তী ধ্বনির স্থান গ্রহণ করে এবং সেটিকে পূর্ণভাবে রূপায়িত করবার জন্যে তারা দ্রুত মুক্ত হ'য়ে যায়। প্রথম স্পর্শধ্বনিটি এ পরিবেশে এ কারণে পরিমাণগত (quantity) দিক থেকে কিছুটা দীর্ঘীকৃত হয়।†

---

* "One of the most important features noted by our treaties goes by the title of 'abhinidhāna', 'close-contact'. This refers to the non-release of a consonant, more particularly a stop, when followed by a stop. ... The significance of the term is indicated by the Indian statements e.g. weakened, deprived of breath and voice ; it takes place when a stop is followed by a stop ; it is also called 'arrested' (āsthāpita)."

—W.S. Allen : Phonetics in Ancient India (Oxford University Press, 1955), pp 71—72.

..."If the back closure were completed before the initiation of the front release, the result would be 'abhinidhāna'; if the front release were effected before the initiation of the back closure the result would be full 'svarabhakti'." Ibid, p 74.

See also Siddheswar Varma : Critical studies in the Phonetic observations of Indian Grammarians (London, 1929), p 137.

† বাংলায় এ স্পর্শধ্বনিগুলো দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে পাশাপাশি বসে শব্দগঠন করে এবং তাদের প্রথমটি হলন্ত বা অমুক্ত উচ্চারণ লাভ করে :—

বিভিন্নস্থানজাত (heterorganic plosives) স্পর্শধ্বনি

(ক) ক্+চ=চাক্‌চিক্য।
ক্+ট=খট্‌কা, আট্‌কানো, মট্‌কা।
ক্+ঠ=ঠুক্‌ঠাক।
ক্+ঢ=ঢাক্‌ঢাক।
ক্+ত=ভক্‌ত (ভক্ত), মুক্‌তি (মুক্তি), তক্‌তক।
ক্+থ=থক্‌থক।
ক্+দ=তক্‌দির।
ক্+ধ=ধিক্‌ধিক।

(খ) খ্+ত=তখ্‌ত্, সুখ্‌তলা, এখ্‌তিয়ার।

(গ) গ্+জ=জগ্‌জগ, বাগ্‌জাল।
গ্+ড=ডুগ্‌ডুগি, বাগ্‌ডম্বর।
গ্+দ=বাগ্‌দী, দিগ্‌দর্শন, বাগ্‌দেবী, দগ্‌দগে।
গ্+ধ=মুগ্‌ধ (মুগ্ধ), দগ্‌ধ (দগ্ধ) দুগ্‌ধ (দুগ্ধ)।
গ্+ফ=ভাগ্‌ফল।
গ্+ব=দিগ্‌বালা, বেগ্‌বান, ডিগ্‌বাজি, ঋগ্বেদ।
গ্+ভ=দিগ্‌ভ্রম।

(ঘ) ঘ্+×=0

(চ) চ্+ক=মুচ্‌কি, বোচ্‌কা, ছেঁচ্‌কি, কুচ্‌কুচে, কোচ্‌কানো।
চ্+গ=গোচ্‌গাচ।
চ্+ঘ=ঘিচ্‌ঘিচ্।
চ্+ট=পাঁচ্‌টা।
চ্+ব=বাচ্‌বিচার, কোচ্‌বাক্স।
চ্+প=পচ্‌পচ।

(ছ) ছ্+প=পিছ্‌পা।
ছ্+ট=পিছ্‌টান।

(জ) জ্+ক=মজ্‌কুর, রাজ্‌কুমার।

জ্ + খ = বাজ্‌খাই।

জ্ + গ = আজ্‌গুবী, গুজ্‌গুজানী।

জ্ + দ = মজ্‌দুর।

জ্ + প = রাজ্‌পুত, বাজ্‌পেয়ী।

জ্ + ফ = মাজ্‌ফুল।

জ্ + ব = মজ্‌বুত, বজ্‌বজে।

(ঝ) ঝ্ + × = 0

(ট) ট্ + ক = টাট্‌কা, চট্‌কা, ঝট্‌কা, চুট্‌কি, আঁট্‌কুড়ে, মট্‌কা, ফট্‌কা।

ট্ + খ = বাট্‌খারা, লট্‌খট।

ট্ + ঘ = ঘুট্‌ঘুটে।

ট্ + প = ছট্‌পট, পিট্‌পিট, বাট্‌পাড়, লট্‌পটে।

ট্ + ফ = ফিট্‌ফাট।

ট্ + ব = লট্‌বহর, ফুট্‌বল।

(ঠ) ঠ্ + ত = উঠ্‌তি।

ঠ্ + ব = উঠ্‌বন্দী।

ঠ্ + য = হঠ্‌যোগ।

(ড) ড্ + ভ = এ্যাড্‌ভোকেট, এ্যাড্‌ভান্স (ইং); বাংলা শব্দ = 0

(ঢ) ঢ্ + × = 0

(ত) ত্ + ক = উৎকণ্ঠা, শীত্‌কার, হেঁৎকা, কোঁত্‌কা, উৎকৃষ্ট।

ত্ + খ = উৎক্ষেপ।

ত্ + প = উৎপাদন, উৎপল, উৎপাটন।

ত্ + ফ = উৎফুল্ল।

ত্ + ব = খোত্‌বা (আঃ)।

(থ) থ্ + × = 0

(দ) দ্ + ক = সাদ্‌কা (আঃ)।

দ্ + খ = দাদ্‌খানি।

দ্ + গ = উদ্‌গার, উদ্‌গাতা, উদ্‌গীরণ, মুদ্‌গর, সদ্‌গতি।

দ্ + ঘ = বিদ্‌ঘুটে।

দ্+জ=উদ্জান।

দ্+ব=উদ্বাস্ত, সদ্বিচার, তদ্বির, অসদ্ব্যবহার।

দ্+ভ=উদ্ভব, উদ্ভট, উদ্ভিদ, উদ্ভ্রান্ত, সদ্ভাব, তদ্ভব।

(ধ) ধ্+×=0

(প) প্+ক=টপ্কানো, রূপকথা।

প্+চ=কপ্চানো, ঘুপ্চি, ধুপ্চি।

প্+ছ=ছিপ্ছিপে।

প্+ট=ঘাপ্টি, চিপ্টে, লেপ্টানো, জাপ্টানো, ঝাঁপ্টা, টুপ্টাপ, চ্যাপ্টা।

প্+ঢ=ঢপ্ঢপ, ঢিপ্ঢিপ।

প্+ত=আপ্ত, কোপ্তা, গুপ্ত, ক্ষিপ্ত, তৃপ্ত।

প্+দ=চোপ্দার, দুপ্দাপ।

প্+ধ=ধপ্ধপে।

(ফ) ফ্+×=0

(ব) ব্+ক=চাব্কানি, বক্বকে।

ব্+গ=গুব্গাব, আব্গারী।

ব্+ছ=ভাব্ছো।

ব্+জ=জব্জবে, কব্জা।

ব্+ড=ড্যাব্ডেবে।

ব্+ঢ=ঢব্ঢবে।

ব্+দ=স্তব্দ, শব্দ, দেব্দারু, আব্দার, চোব্দার।

ব্+ধ=ক্ষুব্ধ, সাবধান, লুব্ধ, ধব্ধবে।

(ভ) ভ্+×=0

স্পর্শধ্বনি+নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি

ক্+ন=শুকনো, ছাক্না, চিক্না, পিক্নিক, নেকনজর।

ক্+ম=ঝক্মক, তক্মা, হিক্মত।

গ্+ন=মাগ্না, অগ্নি, রুগ্ন, ভগ্ন।

গ্+ম=বাগ্মী, ডগ্মগ্।

চ্‌+ন=নাচ্‌না, ঝুঁচ্‌না (যাচ্‌ঞা)।

চ্‌+ম=খ্যাচ্‌ম্যাচ, মুচ্‌মুচ, মচ্‌মচ, মচ্‌মচে।

ছ্‌+ন=জোছ্‌না, তছ্‌নছ্‌।

জ্‌+ন=খাজ্‌না, আজ্‌না, বাজ্‌না, সজ্‌নে।

জ্‌+ম=এজ্‌মালি, মেজ্‌মান, ম্যাজ্‌ম্যাজ।

ট্‌+ন=বাট্‌না, চাট্‌নি, পাট্‌না।

ট্‌+ম=মট্‌মট।

ত্‌+ন=যত্ন, থুত্‌নি, পত্নী, খাত্‌না।

থ্‌+ন=মোথ্‌না।

দ্‌+ন=লাদ্‌না।

দ্‌+ম=বদ্‌মাস।

ধ্‌+ন=সধ্‌না।

প্‌+ন=স্বপ্ন, পাপ্‌নি ।

ব্‌+ন=যাব্‌না, ভাব্‌না, পাব্‌না।

স্পর্শধ্বনি+পার্শ্বিক (lateral) ধ্বনি

ক্‌+ল=ফোক্‌লা, তক্‌লি, তক্‌লিফ, বাক্‌লা, চাক্‌লা, লিক্‌লিকে।

খ্‌+ল=আদেখ্‌লা।

গ্‌+ল=আগ্‌লা, পাগ্‌লা।

চ্‌+ল=মুচ্‌লেকা।

জ্‌+ল=আঁজ্‌লা, মজ্‌লিস।

ট্‌+ল=পোঁট্‌লা।

ত্‌+ল=তোত্‌লা, পুত্‌লি, পুত্‌লা, পাত্‌লা, মাত্‌লামি।

থ্‌+ল=উথ্‌লা।

দ্‌+ল=উদ্‌লা, বাদ্‌লা।

ধ্‌+ল=আধ্‌লা।

প্‌+ল=খেপ্‌লা, শাপ্‌লা।

ব্‌+ল=বাব্‌লা, ছ্যাব্‌লা, কেব্‌লা, তব্‌লা, মব্‌লগ, ছোব্‌লানো, হাব্‌লা।

স্পর্শধ্বনি + প্রকম্পনজাত (trill) ধ্বনি

ক্‌+র=এক্‌রার, চাক্‌রানী, খাঁক্‌রা, বক্‌রী, ছোকরা, তক্‌রার।
খ্‌+র=পোখ্‌রাজ।
গ্‌+র=নাগ্‌রাজ, শাগ্‌রেদ, আগ্‌রা, ঘাগ্‌রা।
চ্‌+র=খুচ্‌রা।
জ্‌+র=নজ্‌রানা, পাঁজ্‌রা, হিজ্‌রী, গুজ্‌রানো, বজ্‌রা।
ট্‌+র=মাট্‌রা, পেঁট্‌রা, টেঁট্‌রা।
ত্‌+র=উত্‌রানো, কাত্‌রানি, খাত্‌রা।
থ্‌+র=চিথ্‌রা, পাথ্‌রী।
দ্‌+র=বদ্‌রা, আদ্‌রা, দাদ্‌রা।
ধ্‌+র=শুধ্‌রানো।
প্‌+র=চাপ্‌রাশি, ছাপ্‌রা।
ফ্‌+র=জাফ্‌রান।
ব্‌+র=উব্‌রানো, ড্যাব্‌রা।

স্পর্শধ্বনি + তাড়নজাত (flap) ধ্বনি

ক্‌+ড়=কাঁক্‌ড়া, নেক্‌ড়ে, মাক্‌ড়া, মাক্‌ড়ি।
খ্‌+ড়=আখ্‌ড়া।
গ্‌+ড়=ঝগড়া, খাগ্‌ড়া, রগ্‌ড়া, বিগ্‌ড়ানো, দাগ্‌ড়া।
চ্‌+ড়=আঁচ্‌ড়ানো, ক্যাচ্‌ড়া, মুচ্‌ড়া, ছেঁচ্‌ড়া।
ছ্‌+ড়=আছ্‌ড়া।
জ্‌+ড়=আজ্‌ড়া, হিজ্‌ড়া, কুজ্‌ড়া।
দ্‌+ড়=আদ্‌ড়া, বিদ্‌ড়া।
প্‌+ড়=খুপ্‌ড়ি, পাঁপ্‌ড়ি, ছাপ্‌ড়া।
ব্‌+ড়=চুব্‌ড়ি, ছিব্‌ড়ে, জাব্‌ড়া, তুবড়ি, খুব্‌ড়া।

স্পর্শধ্বনি + ঘর্ষণজাত (fricative) ধ্বনি

ক্‌+স=পাক্‌সাট, বাক্স, কাঁক্‌সানো, টাঁক্‌শাল, খাক্‌সার।

এক শব্দের মধ্যেকার দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি প্রকৃতিগত দিক থেকে স্পৃষ্টধ্বনি না হ'য়ে অন্য ধ্বনি অর্থাৎ ঘর্ষণ-জাত (fricative), তরলধ্বনি (liquid : পার্শ্বিক (ল) কিংবা প্রকম্পনজাত (র)) তাড়নজাত (flap) এবং নাসিক্য ধ্বনি হ'লে এরাও স্বরবিহীন অবস্থায় উচ্চারিত হয় সত্য কিন্তু স্পৃষ্টধ্বনির প্রথমটির মতো 'অভিনিধানজাত' অসম্পূর্ণ উচ্চারণ পায় না। তার কারণ ধ্বনি উচ্চারণের প্রকৃতিগত দিক থেকে তাড়নজাত ধ্বনিটি ছাড়া এদের প্রত্যেকটিই Continuant বা প্রলম্বিত ধ্বনি। অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হ'লে তাদের পূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়া স্বাভাবিক। এজন্যেই বোধহয় স্বরধ্বনি ছাড়া যে ধ্বনি উচ্চারণ করা যায় না তা-ই ব্যঞ্জনধ্বনি, এ্যারিষ্টটলের যুগে ব্যঞ্জনধ্বনির এমন সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছিল। স্পৃষ্ট (plosive), ঘৃষ্টস্পৃষ্ট (affricate) এবং তাড়নজাত ধ্বনির কথা বাদ দিলে ঘর্ষণজাত, নাসিক্য ও তরল ধ্বনির প্রকৃতিই এমন যে তাদের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি ছাড়াই তারা স্বমহিমায় ফুটে উঠে দীর্ঘতা লাভ করতে পারে। আর 'মড়্‌কা', 'ভড়্‌কা' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে তাড়নজাত ধ্বনিটি হলন্ত উচ্চারণ পেলেও তার ধ্বনিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য স্পৃষ্ট কি ঘৃষ্টধ্বনির উচ্চারকদের মতো তার উচ্চারকদেরকে দ্রুত আঁটকে দিয়ে এক জায়গায় বন্ধ রাখা যায়না ব'লে এ ধ্বনিটি অভিনিধানপ্রাপ্ত হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো 'আড়ষ্ট' ও 'পীড়িত' হয় না। এ ধ্বনিটির উচ্চারণে জিভের ডগার উল্টো পিঠ দন্তমূলকে স্পর্শ ক'রে দ্রুত নীচের পাটি দাঁতের উপর উছ্‌লে পড়ে দেখে শব্দের মাঝখানে অন্য ব্যঞ্জনধ্বনির আগেও তার উচ্চারণগত প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। ফলে 'মড়্‌কা', 'ফড়্‌কা' প্রভৃতি শব্দে এটি হলন্ত উচ্চারণ পেলেও নড়নক্ষম প্রত্যঙ্গের

এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির অ-স্পৃষ্ট (non-plosive) প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণ।

গ্‌ + স = লাগ্‌সই।

ত্‌ + স = কুৎসা, উৎসব, বৎস, উৎসুক।

দ্‌ + শ = বাদ্‌শা।

প্‌ + স = চিপ্‌সা, চুপ্‌সা, লাপ্‌সি, লিপ্সা, ভাপ্‌সা, জুগুপ্সা।

ব্‌ + শ = হাব্‌শী।

দ্বারা উচ্চারিত হওয়ার জন্যে এর উচ্চারণ অসম্পূর্ণ থাকতে পারেনা ; এ পরিবেশের প্রলম্বিত (Continuant sound) ধ্বনিগুলোর মতো পূর্ণভাবেই উচ্চারিত হ'য়ে যায়। একারণে ব্যঞ্জনধ্বনির এ্যারিষ্টটলীয় সংজ্ঞা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, অচলও। শব্দের ভেতরে ধ্বনির উচ্চারণই যদি ধ্বনিবিশ্লেষণের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হয় তাহ'লে এসব ক্ষেত্র থেকে তাড়নজাত, ঘর্ষণজাত, তরল ও নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর যথার্থ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যাবে। তাই দেখা যায়, একই শব্দের ভেতরে দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যেকার প্রথমটি স্পৃষ্ট কিংবা ঘৃষ্ট না হ'য়ে অন্যান্য ধ্বনি হ'লে (যেমন কল্‌কি, বলগা, আল্‌গা, বোর্‌খা, চর্‌কা, মুস্‌কিল, মস্‌করা, আস্‌কারা, আস্‌মান, ঝন্‌ঝন্‌, ঠুন্‌কো, ঝুম্‌কো, গাম্‌লা, আম্‌লা, আম্‌লকি, কানুন্‌গো, ভড়্‌কা, মড়্‌কা, আড়্‌কাঠি প্রভৃতি শব্দ) তারা স্বরহীন তথা হলন্ত অবস্থাতেও পূর্ণ উচ্চারণ পায়—এ পর্যায়ের স্পৃষ্টধ্বনিগুলোর মতো অত 'নিপিষ্ট' 'পীড়িত' বা 'প্রতাপিত' হয়না।

বাংলার লেখনপদ্ধতি অনুসারে শব্দমধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত এহেন দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি অর্ধবিকৃত, বিকৃত বা সুস্পষ্ট—যেমনভাবেই লিখিত হোক না কেন এদের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিটি নিশ্বাসের দুটো স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারিত হয় ; এক প্রয়াসজাত উচ্চারণ এরা নয়। এজন্যে যুক্ত হরফের সাহায্যে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও যেসব ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে এবং উচ্চারকদের স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তাদেরকে সংযুক্ত ধ্বনি বলা চলে না। অন্যদিকে দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি নিশ্বাসের একই প্রয়াসে এবং উচ্চারকদ্বয়ের সজোর পেশী সঞ্চালনের ফলে উচ্চারিত হ'লে তারা আপন বৈশিষ্ট্যেই সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির রূপে নিজেদের আসন চিহ্নিত ক'রে নেয়। উদাহরণস্বরূপ 'ক্ত' (ক্‌ত) এবং 'প্ল' এ দুটো সংযুক্ত অক্ষর (letter) এর বিশ্লেষণ করলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। 'ভক্ত' শব্দটিতে 'ক্‌' এবং 'ত' হরফচিহ্নিত ধ্বনি দুটি যুক্ত (যেমন 'ক্ত') বা স্বতন্ত্র (যেমন 'ক্‌ত') যে কোনো পদ্ধতিতেই লিখিত হোক না কেন, তাদের উচ্চারকদের একবারের পেশী সঞ্চালনের ফলে তারা উচ্চারিত হয়না। এক কথায় তারা 'sequential articulation' ঃ 'one breath-articulation' নয়। এক্ষেত্রে 'ক'

সংযুক্ত ধ্বনির সংজ্ঞা

এবং 'ত' স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয়। তবে শব্দের মাঝখানে 'ক' ধ্বনিটি তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি-বিবর্জিত অবস্থায় অসম্পূর্ণভাবে উপরিউল্লিখিত 'অভিনিধান'জাত উচ্চারণ পায় ব'লে এখানে তার উচ্চারণের বেলায় তার উচ্চারকেরা পৃথক হয় না, ফলে বায়ুপথও উন্মুক্ত হয় না। কিন্তু 'প্লাবন' কিংবা 'আপ্লুত' শব্দ দুটির 'প্ল' ধ্বনিটি দুটি হরফের সাহায্যে লিখিত হলেও এবং তাদের পরস্পরের দুটি উচ্চারণস্থান থাকলেও তাঁদের উচ্চারকদের একটি সম্মিলিত সজোর প্রয়াসেই তারা উচ্চারিত হয়, ফলে ধ্বনি দুটির একটা মিলিত দ্যোতনা শোনা যায়। 'প্ল' ধ্বনি সংগঠনে এবং উচ্চারণে 'প' এর জন্যে দু ঠোঁট এবং 'ল' এর জন্যে জিভের ডগা একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'প' উচ্চারণের জন্যে ঠোঁট দুটি আবদ্ধ হ'তে না হ'তেই 'ল' এর জন্যে জিভের ডগা দন্তমূলে সন্নিকৃষ্ট হয় আর সেই মুহূর্তেই ঠোঁট দুটো আল্‌গা হ'য়ে যাওয়ার ফলে এরকম একটি মিলিত ধ্বনির উৎপত্তি হয়। এ ধ্বনি দুটোর উচ্চারণে সমস্ত প্রক্রিয়াটি এত দ্রুত নিষ্পন্ন হয় যে এদের ভেতরের পারম্পর্য বা sequence অনুভব করাও শক্ত হ'য়ে ওঠে। এজন্যে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ের মনেই এরা এক প্রয়াসজাত (one-breath articulation) ধ্বনি হিসেবে প্রতিভাত হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হবে যে বিভিন্নস্থানজাত একাধিক ধ্বনি নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হ'য়ে যদি একাত্মতা লাভ করে তাহ'লেই তা যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি বা consonant cluster নামে অভিহিত হবার যোগ্যতা অর্জন করে।

বাংলার যুক্তাক্ষর (conjunct letter) এবং সংযুক্ত ধ্বনির (conjunct বা cluster-sound) যে আনুপাতিক তারতম্যের কথা বললাম তা ভালো বোঝা যাবে নিম্নের যুক্তাক্ষর তথা সংযুক্ত হরফগুলো থেকে। শিশুপাঠ্য বাংলা পুস্তকে 'ফলা' বা যুক্ত বর্ণের সাহায্যে যুক্তাক্ষর (conjunct letter) শেখানোর ব্যবস্থা সুপ্রাচীন। উক্ত ফলা-সংযুক্ত হরফগুলোকে এভাবে সাজানো যায়ঃ

বাংলার সংযুক্ত হরফঃ প্রত্যেকটির 'সাহায্যে' গঠিত কমপক্ষে একটি শব্দের উদাহরণ

ক ফলা— -ক্ক (ছক্কা, আক্কেল), -ঙ্ক (ঝঙ্কার) -ল্ক (উল্কা), -ষ্ক (পরিষ্কার), -স্ক (পুরস্কার, স্কন্দ)।

ক্ষ ফলা — -ক্ষ(আকাঙ্ক্ষা)।

খ ফলা— -ঙ্খ (শঙ্খ), -স্খ (স্খলন, পদস্খলন)।

গ ,, — -ঙ্গ (সঙ্গ, বঙ্গ) -ড়গ (খড়্গ), -ল্গ (বল্গা), -দ্গ (উদ্গার)।

ঘ ,, — -ঙ্ঘ (সঙ্ঘ, জঙ্ঘা)।

চ ,, — -ঞ্চ (বঞ্চনা), -শ্চ (নিশ্চয়), -চ্চ (উচ্চারণ)।

ছ ,, — -ঞ্ছ (বাঞ্ছা), -শ্ছ (নিশ্ছিদ্র), -চ্ছ (কচ্ছপ)।

জ ,, — -ঞ্জ (খঞ্জ), -ব্জ (কুব্জ), -জ্জ (সজ্জা)।

ঝ ,, — -ঞ্ঝ (ঝঞ্ঝা)।

ঞ ,, — -জ্ঞ (জ্ঞান, ধর্মজ্ঞ)।

ট ,, — -ষ্ট (ষ্টেশান, বেষ্টন), -স্ট (স্টোর, খৃস্টাব্দ), -ক্ট (ফ্যাক্টরী), -ট্ট (হট্টগোল), -ণ্ট (সিমেণ্ট)।

ঠ ,, — -ণ্ঠ (অবগুণ্ঠন), -ষ্ঠ (ষষ্ঠ)।

ড ,, — -ণ্ড (গণ্ডার), -ড্ড (আড্‌ডা)।

ণ ,, — -ষ্ণ (বিষ্ণু), -হ্ণ (অপরাহ্ণ), -ক্ষ্ণ (তীক্ষ্ণ)।

ত ,, — -ক্ত (ভক্ত), -ত্ত (সত্তর), -স্ত (স্তব, বিস্তর), -ন্ত (সন্তান), -প্ত (সুপ্ত)।

থ ,, — -ত্থ (উত্থান), -স্থ (স্থবির, প্রস্থান), -ন্থ (পান্থ)।

দ ,, — -ন্দ (মন্দ), -দ্দ (খদ্দর), -ব্দ (জব্দ)।

ধ ,, — -দ্ধ (বুদ্ধি), -ন্ধ (গন্ধ), -ব্ধ (ক্ষুব্ধ), -গ্ধ (দুগ্ধ)।

ন ,, — -গ্ন (রুগ্ন), -ত্ন (যত্ন), -হ্ন (বহ্নি), -ঘ্ন (শত্রুঘ্ন), -প্ন (স্বপ্ন), -ম্ন (নিম্ন), -স্ন (স্নান, অস্নাত), -ন্ন (পান্না), -ধ্ন (গৃধ্নু)।

প ,, — -ল্প (গল্প), -স্প (স্পর্ধা, পরস্পর), -ষ্প (বাষ্প), প্প (খপ্পর)।

ফ ,, — -স্ফ (স্ফুরণ, আস্ফালন), -ম্ফ (গুম্ফ), -ষ্ফ (নিষ্ফল)।

ব ,, — -ক্ব (ক্বাথ, পক্ব), -চ্ছ্ব (উচ্ছ্বাস), -জ্ব (জ্বালা, উজ্জ্বল), -ট্ব (খট্বা) -ত্ব (ত্বরা, ঋত্বিক), -ত্ত্ব (তত্ত্ব), -দ্ব (দ্বিপদ, উদ্বাহ, বিদ্বান), ধ্ব- (ধ্বনি), -ন্ব (অন্বয়), -ম্ব (গুম্বজ), -ল্ব (পল্বল), -শ্ব (শ্বাপদ, অশ্ব), -স্ব (স্বভাব, বিস্বাদ), -হ্ব (জিহ্বা), -ব্ব (আব্বা, জব্বার), -ক্ষ্ব (প্রক্ষ্বেড়ন)।

ভ ফলা — -ম্ভ (গুম্ভীর, সম্ভব), -দ্ভ (সদ্ভাব)।

ম „ — -ত্ম (আত্মা), -দ্ম (পদ্ম), -ন্ম (জন্ম), -ম্ম (সম্মান), -ক্ষ্ম (যক্ষ্মা), -হ্ম (ব্রহ্মা), -ঙ্ম (বাঙ্ময়), -ল্ম (গুল্ম), -গ্ম (বাগ্মী), শ্ম (শ্মশান), -স্ম (বিস্ময়), -ষ্ম (ভীষ্ম), -ক্ম (রুক্মিণী), -ধ্ম (আধ্মাত)।

য „ — -ক্য (বাক্য), -খ্য (সখ্য), -গ্য (ভাগ্য), -ঘ্য (অর্ঘ্য), -চ্য (চ্যাবন, বাচ্য), -জ্য (জ্যা, রাজ্য), -ট্য (ট্যাংরা, অকাট্য), -ঠ্য (ঠ্যাঙা, অপাঠ্য), -ড্য (জাড্য), -ঢ্য (ঢ্যাঙা, দার্ঢ্য), -ন্য (গন্য), -ত্য (ত্যাগ, সত্য), -থ্য (পথ্য), -দ্য (খাদ্য), -ধ্য (ধ্যান, বাধ্য), -ন্য (ন্যায়, অন্যায়), -প্য (আপ্যায়িত), -ফ্য (ফ্যালফ্যাল), -ব্য (ব্যবহার, কাব্য), -ভ্য (ভ্যাড়া, লভ্য), -ম্য (গম্য), -য্য (শয্যা), -ল্য (কল্যাণ), -শ্য (শ্যালক, কশ্যপ), -ষ্য (শিষ্য), -স্য (মৎস্য), -হ্য (হ্যাট, হ্যাংলা, বাহ্য)।

র „ — -ক্র (ক্র) (ক্রান্তি, আক্রান্ত), -খ্র (খ্রীষ্টাব্দ), -গ্র (গ্রহণ, বিগ্রহ), -ঘ্র (ঘ্রাণ, ব্যাঘ্র), -ছ্র (উচ্ছ্রয়), -জ্র (বজ্র), -ট্র (ট্রাম), -ড্র (ড্রাম), -ত্র (ত্রাণ, শত্রু), -থ্র (থ্রো), -দ্র (দ্রব, বিদ্রোহ), -প্র (প্রণয়, আপ্রাণ), -ফ্র (ফ্রক), -ব্র (ব্রত, প্রব্রজ্যা), -ভ্র (ভ্রম, বিভ্রান্ত), -ম্র (ম্রিয়মাণ, আম্র), -শ্র (শ্রম, বিশ্রাম), -স্র (স্রষ্টা, সহস্র), -হ্র (হ্রদ), -ধ্র (ধ্রুব)।

ৃ „ — -কৃ (কৃত, প্রকৃত), -তৃ (তৃপ্তি, পরিতৃপ্ত), -দৃ (দৃপ্ত, আদৃত), -ধৃ (ধৃত, বিধৃত), -নৃ (নৃপতি, অনৃত), -পৃ (পৃথক, ব্যাপৃত), -বৃ (বৃত্তি, আবৃত্তি), -ভৃ (ভৃত্য, পরভৃত), -মৃ (মৃত্যু, অমৃত,) -শৃ (শৃগাল, বিশৃঙ্খলা), -সৃ (সৃষ্টি), -হৃ (হৃদয়)।

ল „ — -ক্ল (ক্লান্ত, অক্লান্ত), -গ্ল (গ্লানি), -প্ল (প্লাবন, আপ্লুত), -ব্ল (ব্লাউজ), -ফ্ল (ফ্ল্যাট), -ম্ল (ম্লান, অম্লান), -শ্ল (শ্লেষ, আশ্লেষ), -হ্ল (আহ্লাদ), -ল্ল (হল্লা), -স্ল (স্লেট)।

রেফ সম্বলিত হরফ — -র্ক (তর্ক), -র্খ (মূর্খ), -র্গ (অর্গল), -র্ঘ (অর্ঘ), -র্চ (চর্চা),

-র্ছ (মূর্ছা), -র্জ (অর্জন), -র্ট (শার্ট, আর্ট), -র্ড (কার্ড), -র্ণ (কর্ণ), -র্ত (গর্ত), -র্থ (স্বার্থ), -র্দ (পর্দা), -র্ধ (মূর্ধা) -র্প (কর্পূর), -র্ব (গর্ব), -র্ভ (গর্ভ), -র্ম (ঊর্মি), -র্য (কার্য), -র্ল (মহর্লোক,বার্লি), -র্শ (অর্শ), -র্ষ (মহর্ষি), -র্হ (বর্হ)।

তিন হরফের সংযোগ— -ক্তৃ (বক্তৃতা), -ক্ত্য (যোক্ত্য), -ত্র (পুত্র), -ত্ত্ব (সত্ত্ব), -ন্ত্ব (সান্ত্বনা), -ন্ধ্য (সান্ধ্য), -ন্ত্র (যন্ত্র), -ন্দ্র (চন্দ্র), -ন্ধ্র (পরন্ধ্রী), -ত্র্য (ত্র্যক্ষর), -ন্ত্য (অন্ত্যজ), -র্তৃ (কর্তৃত্ব), -র্ত্য (অমর্ত্য), -দ্ব্য (দ্ব্যর্থ), -র্দ্র (আর্দ্র), -র্দ্য (সৌহার্দ্য), -র্দ্ব (অন্তর্দ্বার), -গ্ন্য (জমদগ্ন্য), -চ্ছ্ব (উচ্ছ্বাস), -চ্ছ্র (উচ্ছ্রয়), -ন্দ্য(অগ্নিমান্দ্য), ধ্রু- (ধ্রুব), -জ্ঘ্র (অজ্ঘ্রি), -ম্প্র (সম্প্রতি), -ম্ভ্র (সম্ভ্রম),-র্শ্ব (পার্শ্ব), -ষ্ক্র (নিষ্ক্রিয়), -ষ্কৃ (পরিষ্কৃত), -ষ্প্র (দুষ্প্রাপ্য), -স্মৃ (স্মৃতি,বিস্মৃতি), -স্ত্র (স্ত্রী), -স্তৃ (বিস্তৃত), -স্পৃ(স্পৃহা), -স্প্র(স্প্রিং), -ষ্ঠ্য (কণ্ঠ্য), -ণ্ড্র (পুণ্ড্র), -ষ্টা (ষ্টাম্প), -র্য্য (সূর্য্য)।

চার হরফের সংযোগ — -র্দ্ধ (ঊর্দ্ধ)।

উপরে উধৃত যুক্তাক্ষর (letter) গুলোর মধ্যে যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি রক্ষিত হয়েছে শুধু এ কয়টিতে, অন্য কথায় বাংলার সংযুক্ত ধ্বনির (conjunct or compound sound) যথার্থ প্রতিকৃতি হচ্ছে এ কয়টি হরফ ঃ—

স্ক, স্খ, ষ্ট, স্ত, স্থ, স্ন, শ্ল, স্প, স্ফ, স্পৃ(স্প্র), স্ত্র, ক্র(কৃ), খ্র(খৃ), গ্র(গৃ), ঘ্র(ঘৃ), ছ্র(ছৃ), জ্র(জৃ), ট্র, ড্র, ত্র(তৃ), থ্র, দ্র(দৃ), ধ্র(ধৃ), ন্র, প্র(পৃ), ফ্র, ব্র(বৃ), ভ্র(ভৃ), ম্র(মৃ), শ্র(শৃ), স্র(সৃ), ক্ল, গ্ল, প্ল, ফ্ল, ব্ল, এবং ম্ল।

'্র' ফলার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিটি 'অ' বলে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে তার পরবর্তী যে কোন স্বরধ্বনির সঙ্গেই তা ব্যবহৃত হয় ; (যেমন দ্রব (drabo), ত্রাণ (trān), খ্রীষ্টাব্দ (khristābdo), বিশ্রুত (bissruto), বিদ্রোহী (biddrohi), ক্রেতা (kretā) ইত্যাদি), কিন্তু 'ৃ' র অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি 'ই' হওয়ার জন্যে পরবর্তী স্বরধ্বনি 'ই'র সঙ্গেই তার ব্যবহার সীমিত

'্র' ও 'ৃ' মূলত অভিন্ন

থাকে (যেমন কৃত (krito,) মৃত (mrito), প্রকৃত (prokrito), অমৃত (ammrito,) ইত্যাদি)। এ ছাড়া উচ্চারণ কিংবা শ্রুতির দিকে থেকে ৃ কার ও ্র ফলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং সংযুক্ত ধ্বনিমূল হিসেবে বিচার করলে তারা এক বই দুই নয়।

'শ্র' ও 'স্র' মূলত অভিন্ন

'শ্র' ও 'স্র'র মধ্যেও ধ্বনিগত কোনো তারতম্য নেই। '্র' ফলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে উভয়েই অগ্রদন্তমূলীয় ভাবে উচ্চারিত হয়। (তুলনীয় শ্রাবণ, বিশ্রী, সহস্র, স্রস্ত, স্রষ্টা, সৃষ্টি ইত্যাদি)। অবশ্য একালে পশ্চিম বাংলার অঞ্চলবিশেষে—বিশেষ ক'রে কলকাতার কোনো কোনো মহলে শ্রী ও শ্রীমতী শব্দে 'শ্র'র পশ্চাৎদন্তমূলীয় একরকম কেতাদুরস্ত 'ফেসান' উচ্চারণ (shri) শোনা যায়। ধ্বনি বিশ্লেষণের জন্যে এ রকম ফ্যাসান উচ্চারণ সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়।

বাংলার সংযুক্তধ্বনির ন্যূনতম একক (ইউনিট) দুটি ধ্বনির ঊর্ধ্বে নয়

বাংলায় তিন কি চার হরফ সংযোগে যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হলেও সংযুক্ত ধ্বনিগত দিক থেকে এ ধরণের অক্ষরের সমন্বয় নিতান্ত আকস্মিক নয়। কেননা এ রকম ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রবহমান ধ্বনিস্রোতের মধ্যে সাধারণত প্রথম হরফটির ধ্বনি যদি অক্ষুণ্ণও থাকে তাহ'লে সেটি স্বতন্ত্রভাবে আগেই উচ্চারিত হ'য়ে যায় আর তার পরবর্তী দুটো ধ্বনি মিলিত ভাবে সংযুক্ততা রক্ষা করে। 'নিষ্ক্রান্ত' (niskrānto), 'বক্তৃতা' (boktritā), 'উচ্ছ্রিয়া' (ucchriā) প্রভৃতি শব্দের ষ্ + ক্র, ক্ + তৃ, চ্ + ছ্র ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ থেকেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। আবার তিন হরফ সম্বলিত ন্ত্ব (সান্ত্বনা), স্ত্য (অস্ত্যজ), র্ত্য (অমর্ত্য), র্দ্ব (অন্তর্দ্বার), কিংবা চার হরফ সম্বলিত র্দ্ধ্ব (ঊর্দ্ধ্ব) প্রভৃতি সংযুক্তাক্ষরগুলোর মধ্যে দেখা যাবে যে ধ্বনির সংযুক্ততা আদৌ রক্ষিত হয়নি। এ রকম ক্ষেত্রে অক্ষর যতই থাক না কেন ধ্বনির দিক থেকে মাত্র দুটো ধ্বনি রক্ষিত হ'য়ে থাকে এবং তারা একটার পর একটা স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয়।

উপরে বাংলার যে ৩৬টি বিশেষ সংযুক্ত ধ্বনির কথা বলেছি শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হ'লে তাদের প্রত্যেকটির উচ্চারণে সংযুক্ততা বা ধ্বনির cluster

ঘর্ষণজাত ধ্বনিসংশ্লিষ্ট সংযুক্ত ধ্বনির রূপ পরিবর্তন : শব্দের আদিতে ও মধ্যে

গত রূপ বজায় থাকে কিন্তু শব্দের মাঝখানে ব্যবহৃত হলে ঘর্ষণজাত (fricative) ধ্বনি সংশ্লিষ্ট যুক্তধ্বনিগুলো সংযুক্ততা হারিয়ে পারম্পর্যগত (sequential) স্বতন্ত্র উচ্চারণ পায়। তার একটি বিশেষ কারণ এই যে উক্ত শব্দগুলোর উচ্চারণকালে ঘর্ষণজাত ধ্বনিটি পূর্ববর্তী 'সিলেবল্'এ এবং তার সংলগ্ন ধ্বনিটি পরবর্তী 'সিলেবল্'এ গিয়ে পড়ে। এ থেকে প্রমাণিত হবে যে শব্দের গোড়াতে বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনির সংখ্যা ৩৬টিই কিন্তু শব্দের মাঝখানে (স্ক, স্খ, ষ্ট, স্ত, স্থ, স্ন, স্প, স্ফ) এ আটটি বাদ দিয়ে ২৮টি। নিম্নের উদাহরণগুলো থেকে আমার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে ঃ

সংযুক্ত ধ্বনির স্বরূপ	শব্দের শুরুতে	শব্দের মধ্যে
স্+ক=স্ক	স্কন্দ (skanda), স্কুল(skul)	বিস্কুট (biskut), আস্কারা (āshkāra)
স্+খ=স্খ	স্খলন (skhalan)	পদস্খলন (padashkhalan)
ষ্+ট=ষ্ট	ষ্টেশান (sṭeshān) ষ্টোভ (sṭobh)	বেষ্টিত (besṭita)
স্+ত=স্ত	স্তূপ (stup)	বস্তি (bosti)
স্+থ=স্থ	স্থাপন (sthāpan)	অবস্থা (abasthā)
স্+ন=স্ন	স্নান (snān)	বিষ্ণু (bishṇu)
স্+প=স্প	স্পর্শ (sparsha)	পরস্পর (parashpar)
স্+ফ=স্ফ	স্ফোটক (sphoṭak)	আস্ফালন (āshphālan)
স্+প+র=স্পৃ	স্পৃহা (sprihā)	অস্পৃশ্য (ashprishsha)
স্+ত+র=স্ত্র	স্ত্রী (stri)	মিস্ত্রী (mistri)

ঘর্ষণজাত (fricative) ধ্বনি-সংশ্লিষ্ট এ সংযুক্ত ধ্বনিগুলো ছাড়া অন্যান্যগুলো অর্থাৎ পার্শ্বজাত 'ল' ও কম্পনজাত 'র' তথা তরলধ্বনি-ঘটিত সংযুক্ত ধ্বনিগুলোর শুধু যে শব্দের আদি ও মধ্যে সমভাবে তাদের ধ্বনিগত সংযুক্ততা (cluster) রক্ষা করে তা-ই নয়, শব্দের মাঝখানে এ সংযুক্ত

সংযুক্তধ্বনি-সৃষ্টিতে 'র' ও 'ল' এর স্থান

ধ্বনিগুলোর প্রথম উপাদানটি ধ্বনিগত দিক থেকে দ্বিত্ব লাভ ক'রে দীর্ঘীকৃত হয় এবং প্রবল ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, যেমন ঃ

সংযুক্ত ধ্বনির স্বরূপ	শব্দের শুরুতে	শব্দের মধ্যে
ক্র (কৃ)	ক্রান্তি (krānti)	আক্রান্ত (akkrānto)
	কৃত (krito)	প্রকৃত (prokrito, prokkrito)
		উপকৃত (upakkrito)
খ্র (খৃ)	খ্রীষ্টাব্দ (khristabdo)	×
	খৃষ্ট (khristo)	
গ্র (গৃ)	গ্রহ (graha)	বিগ্রহ (biggroha)
	গৃহীত (grihito)	অনুগৃহীত (anuggrihita)
ঘ্র (ঘৃ)	ঘ্রাণ (ghrān)	আঘ্রাণ (agghrān)
	ঘৃত (ghrita)	
ছ্র (ছৃ)	×	কৃচ্ছ্র (kricchra)
		উচ্ছৃঙ্খল (ucchringkhal)
জ্র (জৃ)	জৃম্ভণ (jrimbhan)	বজ্র (bajjra)
ট্র (টৃ)	ট্রাম (trām) ইং	×
	ট্রেন (tren) ইং	
ড্র (ডৃ)	ড্রাম (drām) ইং	
	ড্রিল (dril) ইং	×
ত্র (তৃ)	ত্রাণ (trān)	পুত্র (puttra)
	তৃণ (trina)	বিতৃষ্ণা (bittrisnā)
থ্র (থৃ)	থ্রো (thro) (ইং)	×
দ্র (দৃ)	দ্রব (drabo)	ভদ্র (bhaddro)
	দৃপ্ত (dripto)	আদৃত (āddrito)
ধ্র (ধৃ)	ধ্রুব (dhrubo)	বিধৃত (biddhrito)

সংযুক্ত ধ্বনির স্বরূপ	শব্দের শুরুতে	শব্দের মাঝখানে
ধ্র (ধৃ)	ধৃত (dhrito)	
প্র (পৃ)	প্রায় (prāy)	আপ্রাণ (āpprān)
	পৃক্ত (prikto)	সম্পৃক্ত (samprikto)
ফ্র (ফৃ)	ফ্রেম (phrem) ইং ফ্রী (phri) ইং	×
ব্র (বৃ)	ব্রাহ্ম (brāmmho)	অব্রাহ্মণ (abbrammhan)
	বৃত (brito)	আবৃত (abbrito)
		আবৃত্তি (abbritti)
ভ্র (ভৃ)	ভ্রান্ত (bhrānto)	অভ্রান্ত (abbhrānto)
	ভৃত্য (bhritto)	পরভৃৎ (parabbhrit)
ম্র (মৃ)	ম্রিয়মান (mriyomān)	অমৃত (ammrito)
	মৃত (mrito)	
শ্র (শৃ)	শ্রাবণ (srāban)	বিশ্রী (bissri)
	শৃগাল (srigāl)	
নৃ	নৃত্য (nritto)	অনৃত (annrito)
ক্ল	ক্লান্ত (klānto))	অক্লান্ত (akklānto)
গ্ল	গ্লানি (glāni)	×
প্ল	প্লাবন (plāban)	আপ্লুত (āppluto)
ফ্ল	ফ্লাট (ইং)	×
ব্ল	ব্লাউজ (blāuj) (ইং)	×
ম্ল	ম্লান (mlān)	অম্লান (ammlān)
শ্ল	শ্লেষ (slesh)	আশ্লেষ (asslesh)

ওপরের উদাহরণগুলো থেকে বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনিগুলোর গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায়। তা এই যে, হয় দন্তমূলীয় ঘর্ষণজাত মূলধ্বনি 'শ' তথা তার সহধ্বনি 'স' ও 'ষ' কিংবা তরলধ্বনি দুটি তথা পার্শ্বজাত 'ল' ও কম্পনজাত 'র'ই বাংলার সংযুক্ত ধ্বনি

বাংলার সংযুক্ত ধ্বনি গঠনের মূল উপাদান

গঠনের মূল উপাদান। স্বতন্ত্র পরিবেশে এদের উচ্চারণের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হলেও এ তিনটি মূলধ্বনি ছাড়া বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি গঠনে অন্য কোনো উপাদান নেই। 'ল' এবং 'র' সংযুক্ত ধ্বনির উপাদানরূপে ব্যবহৃত হলে তারা স্পৃষ্ট ধ্বনি, ঘর্ষণজাত ধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনির পরে আসে। (তুলনীয় 'ক্ল', 'শ্ল', 'ম্ল', 'ক্‌র'(কৃ) 'শ্র'(স্র, সৃ), 'ম্র'(মৃ), 'ন্র' ইত্যাদি।) কিন্তু ঘর্ষণজাত ধ্বনিটি যদি এর উপাদান হয় তা হ'লে তা স্পৃষ্টধ্বনি, তরলধ্বনি এবং নাসিক্য ধ্বনির পূর্বে বসে। (তুলনীয় 'স্ক', 'স্থ,' 'স্প' 'শ্র'(সৃ), 'স্ন'।)

কোন্ কোন্ ধ্বনির সঙ্গে তরল ধ্বনি দুটো এবং ঘর্ষণজাত ধ্বনিটি সংযুক্ত ধ্বনি সৃষ্টি করে নিম্নের এ ধরণের একটি তালিকায় তাদের স্বরূপ বিধৃত করা যায় ঃ—

ইংগিত ঃ—(ক) সংযুক্ত ধ্বনি দুটির প্রকৃতি

(খ) তরলজাত ও ঘর্ষণজাত ধ্বনি ছাড়া সংযুক্ত ধ্বনিভুক্ত অন্য ধ্বনিটির প্রকৃতি

(গ) মন্তব্য

ক	খ				গ
	অঘোষ অল্পপ্রাণ	অঘোষ মহাপ্রাণ	ঘোষ স্বল্পপ্রাণ	ঘোষ মহাপ্রাণ	
স্পৃষ্ট + তরল ঃ					
(১) পশ্চাত্তালুজাত স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	ক্ল ক্‌র	খ্‌র	গ্ল গ্র	ঘ্‌র	খ্‌র শুধু ইংরেজী থেকে কৃতঋণ শব্দে ঃ খৃষ্টাব্দ, খ্রীষ্টান
(২) প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে		ছ্‌র	জ্‌র		
(৩) দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	ট্‌র		ড্র		তুং—ট্‌রাম, ট্রেন ড্রেন ঃ, ইংরেজী থেকে কৃতঋণ শব্দে
(৪) দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	ত্‌র	থ্‌র	দ্র	ধ্র	তুং থ্রো ঃ ইংরেজী কৃতঋণ শব্দ

ক	খ				
	অঘোষ অল্পপ্রাণ	অঘোষ মহাপ্রাণ	ঘোষ স্বল্পপ্রাণ	ঘোষ মহাপ্রাণ	
(৫) ওষ্ঠ্য	প্ল	ফ্ল	ব্ল		ফ্ল, ফ্র, ব্ল, ঃ
স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	প্র	ফ্র	ব্র	ভ্র	ইংরেজী কৃতঋণ শব্দ ফ্ল্যাট, ফ্ল্যানেল, ফ্রক, ফ্রী, ব্লাউজ ইত্যাদি
ঘর্ষণজাত + তরল ঃ	শ্ল				
	শ্র (স্র)				
নাসিক্য + তরল ঃ	ম্ল				
	ম্র				
	নৃ				
ঘর্ষণজাত + স্পৃষ্ট ঃ					
(১) পশ্চাত্তালুজাত	স্ক	স্খ			স্ক ঃ স্কন্দ (সং) এবং স্কুল,
স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে					স্কেল প্রভৃতি ইংরেজী কৃতঋণ শব্দে
(২) দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য					
স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	স্ট (ষ্ট)				
(৩) দন্ত্য	স্ত	স্থ			
স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	স্ত্র				
(৪) ওষ্ঠ্য	স্প	স্ফ			
স্পৃষ্ট ধ্বনির সঙ্গে	স্পৃ				
(৫) ঘর্ষণজাত + নাসিক্য	স্ন				

ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব (gemination or doubling of Consonants)

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উপাদানগুলো বিভিন্ন স্থানজাত হলেও নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হ'তে লেগে তারা শুধু যে তাদের উচ্চারক (articulators) দের বলিষ্ঠ পেশী সঞ্চালনের ফলেই উচ্চারিত হয় তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একাত্মতাও লাভ করে। 'ম্লান' 'ক্লান্তি' 'স্খলন' 'ত্রুটি', 'প্রেম', প্রভৃতি শব্দে 'ম্ল', 'ক্ল', 'স্খ', 'ত্র', 'প্র' ধ্বনিগুলোর উচ্চারণই একথার সত্যতা প্রমাণ করে। এদের অসংযুক্ত রূপের উচ্চারণের তুলনায় এ সংযুক্ত উচ্চারণ যথারীতি বলিষ্ঠ, বিশিষ্ট ও একাত্মতা প্রাপ্ত। সেজন্যে এদের উচ্চারণ 'অবস্থা,' 'যত্ন,' প্রভৃতি শব্দের 'স্+থ,' এবং 'ত্+ন' প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনির পাশাপাশি অবস্থানজনিত ধ্বনির মতো পারম্পর্যগত নয়, এমনকি 'হুক্কা,' 'খচ্চর,' 'সোত্ত,' (সত্য) শব্দমধ্যবর্তী 'ক্ক,' 'চ্চ,' 'ত্ত' প্রভৃতি দ্বিত্বপ্রাপ্ত ধ্বনির মতোও নয়। শব্দের মাঝখানে বাংলায় যে সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্বলাভ করে তাদের প্রথমটির উচ্চারণ রীতিমত জোরালো এবং উচ্চারকদ্বয়ের দৃঢ়পেশী সঞ্চালনজাত। দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বজ্রগম্ভীর দৃঢ়তাব্যঞ্জক হ'লেও 'ম্ল,' 'প্র' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানজাত সংযুক্ত ধ্বনিগুলোর মতো একাত্মতাপ্রাপ্ত হয় না। তাদের প্রথমাংশটি সংস্কৃত হলন্ত ধ্বনিগুলোর মতো অসম্পূর্ণ উচ্চারণ লাভ করে, ফলে তাদের পারম্পর্যগত উচ্চারণই রক্ষিত হয়। পক্ কো (পক্ক), সোত্ তো (সত্য), প্রভৃতি শব্দের অক্ষর (syllable) ভাগ করলেই এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

বাংলার দ্বিত্বপ্রাপ্ত (double Consonants) ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ

(ক) সমস্থানজাতীয় (homorganic) স্পৃষ্টধ্বনি :—

(১) অঘোষ স্বল্পপ্রাণ + অঘোষ স্বল্পপ্রাণ :

-ক্ক [অক্কা, হুক্কা, বাক্কো (বাক্য)], -চ্চ [খচ্চর, উচ্চারণ], -ট্ট [অট্টালিকা], -ত্ত [সত্তর, সোত্তো (সত্য), ঋত্বিক], -প্প [গপ্প, খপ্পর, আপ্যায়িত]।

(২) ঘোষ স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ স্বল্পপ্রাণ ঃ

-গ্‌গ [শীগ্‌গীর, ভাগ্‌গো (ভাগ্য)], -জ্জ [সজ্জা, ভাজ্‌জো (ভাজ্য), শয্‌যা (শয্যা)], -ড্‌ড [আড্‌ডা, বড্‌ডো], -দ্দ [পদ্‌দো (পদ্ম), খদ্দর, বিদ্‌দান (বিদ্বান), পোদ্‌দো (পদ্য), ওদ্‌দো (অদ্য)], -ব্‌ব [সব্‌বাই, জুব্‌বা]।

(৩) অঘোষ স্বল্পপ্রাণ + অঘোষ মহাপ্রাণ ঃ

-ক্‌খ [পক্‌খো (পক্ষ), সোক্‌খো (সখ্য)], -চ্‌ছ [বচ্ছর], -ত্থ [পোত্‌থো (পথ্য), উত্থান]।

(৪) ঘোষ স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ মহাপ্রাণ ঃ

জ্‌ঝ [বাজ্‌ঝো (বাহ্য)], -দ্‌ধ [বুদ্ধি, সাদ্‌ধী (সাধ্বী)], ব্‌ভ [গব্‌ভো ('গর্ভ'এর ভগ্ন উচ্চারণ), জিব্‌ভা (জিহ্বা)], -ড্‌ঢ [বুড্‌ঢা ঃ হিন্দী কৃতঋণ শব্দ]।

(খ) শিসধ্বনির দ্বিত্ব (Doubling of fricatives) ঃ—

-শ্‌শ [বিশ্‌শাশ (বিশ্বাস), আশ্‌শাশ (আশ্বাস), অশ্‌শো (অশ্ব), গ্রীশ্‌শো (গ্রীষ্ম), বিশ্‌শঁয় (বিস্ময়), বিশ্‌শাদ (বিস্বাদ)]।

(গ) তরল ধ্বনির দ্বিত্ব (Doubling of liquids) ঃ

(১) পার্শ্বজাত ধ্বনি ঃ—

স্বল্পপ্রাণ + স্বল্পপ্রাণ ঃ

-ল্ল [আল্লা, বোল্লা, পল্লল (পল্বল), কোল্‌লো (কল্য)]।

স্বল্পপ্রাণ + মহাপ্রাণ ঃ

ল্‌ল্‌হ [আল্‌লহাদ (আহ্লাদ), প্রল্‌লহাদ (প্রহ্লাদ)]।

(২) কম্পনজাত ধ্বনি ঃ

স্বল্পপ্রাণ + স্বল্পপ্রাণ ঃ

-র্‌র [হর্‌রা, গ্‌র্‌রা, ছর্‌রা]।

স্বল্পপ্রাণ + মহাপ্রাণ ঃ

র্‌র্‌হ [বর্হ (বর্‌র্‌হ)]

(ঘ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব (Doubling of nasal consonants :)—

(১) দন্তমূলীয় + দন্তমূলীয় ঃ

স্বল্পপ্রাণ + স্বল্পপ্রাণ ঃ

-ন্‌ন [কান্না, রান্না]।

স্বল্পপ্রাণ + মহাপ্রাণ ঃ

-ন্‌ন্‌হ [চিন্‌ন্‌হ (চিহ্ন), বন্‌নি্‌হ (বহ্নি)]।

(২) ওষ্ঠ্য + ওষ্ঠ্য ঃ

স্বল্পপ্রাণ + স্বল্পপ্রাণ ঃ

-ম্‌ম [সম্মান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম]।

স্বল্পপ্রাণ + মহাপ্রাণ ঃ

-ম্‌ম্‌হ [ব্রম্‌ম্‌হা, ব্রহ্ম]।

দুজন দ্বন্দ্বযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে যখন 'কেহ কারে নাহি পারি সমানে সমান' অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে তখন কোন একটি পাঁচ মেরে উক্ত অবস্থায় শক্তভাবে যেমন তারা কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করে, দ্বিত্বপ্রাপ্ত একই ধ্বনির প্রথমাংশ উচ্চারণ করতে গিয়ে উচ্চারকদ্বয়ের সে অবস্থা হয়। তাদের পরস্পরের কসরতের ফলে ধ্বনিটির সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে অবস্থা থেকে তারা সহসা মুক্তি পায় না দেখে শক্তিস্পৃষ্ট হ'য়ে তার প্রথমাংশ গুরুগম্ভীর ব্যঞ্জনা লাভ করে। দ্বন্দ্বযোদ্ধাদের একজন প্যাঁচবদ্ধ অবস্থা থেকে আর একজনকে সুযোগ বুঝে যেমন ঝটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তেমনি দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমাংশে অবস্থানরত উচ্চারকদ্বয় দ্বিতীয়াংশে পৌঁছতে না পৌঁছতে ফট্‌কার মতো শব্দ ক'রে দ্রুত পৃথক হ'য়ে যায়। এজন্যে দ্বিত্বপ্রাপ্ত সংযুক্ত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে মেঘসংঘর্ষের মতো দৃঢ়তা, গম্ভীর নির্ঘোষ এবং প্রবল অনুরণন শোনা যায়:

দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া

দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণের দিক থেকে ধ্বনির পারম্পর্য অনুসারে দু অক্ষরে (syllable) বিভক্ত হ'য়ে গেলেও তারা যেমন উচ্চারকদের বলিষ্ঠ

সমস্থানজাত (Homorganic) নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণঃ

-ঙ্ক, -ঙ্খ, -ঙ্গ, -ঙ্ঘ, -ঞ্চ, -ঞ্ছ, -ঞ্জ, -ঞ্ঝ, -ণ্ট, -ণ্ঠ, -ণ্ড, -ন্ত, -ন্থ, -ন্দ, -ন্ধ, -ম্প, -ম্ফ, -ম্ব, -ম্ভ

পেশী সঞ্চালনজাত উচ্চারণ পায়, ঠিক তেমনি বিভিন্ন বর্গীয় স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলো তাদের স্ব-বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনির পরে এলে দু অক্ষর (syllable)এ বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও জোরালো এবং একাত্মভাবে উচ্চারিত হয়। 'ঙ' এবং 'ক' (ঙ্ক), 'ঞ' এবং 'চ' (ঞ্চ), 'ণ' এবং 'ট' (ণ্ট), 'ন' এবং 'ত' (ন্ত) 'ম' এবং 'প' (ম্প) প্রভৃতি ধ্বনির নাসিক্য ব্যঞ্জন এবং তার পরবর্তী স্পৃষ্টধ্বনি প্রকৃতিগত দিক থেকে ধ্বনি হিসেবে স্বতন্ত্র হলেও তারা সহজাত (homorganic) ব'লে তাদের উচ্চারকদের একবারের সংস্পর্শতার সাহায্যেই উচ্চারিত হয়। এ ধরণের স্পৃষ্টধ্বনির পূর্ববর্তী নাসিক্য ধ্বনিগুলোর উচ্চারণের জন্যে কোমল তালু ঝুলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নাসিক্য ধ্বনিটির বৈশিষ্ট্য অনুসারে মুখবিবরের বিশেষ স্থানে যেমন পশ্চাত্তালুতে, দাঁতের গোড়াতে, দাঁতে কিংবা ঠোঁটে বায়ুপথ রুদ্ধ হ'য়ে গিয়ে নাসাপথ দিয়ে যখন বাতাস বেরুতে থাকে তখন উচ্চারকদের নাসিক্য ধ্বনিজনিত সংস্পর্শতামুক্ত হবার পূর্বেই পরবর্তী স্পৃষ্টধ্বনিগুলো সেখানেই গঠিত হ'য়ে যায় এবং উক্ত অবস্থায় উচ্চারকেরা কিছুক্ষণ অবস্থানের পর পৃথক হবার সুযোগ পায়। এ ধরনের নাসিক্য ও তৎপরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির মিলিত উচ্চারণে নাসিক্য ধ্বনিটি শুধু শক্তি লাভই করে না, প্রলম্বিতও হয়। ফলে সমগ্র প্রক্রিয়াটি একটি গম্ভীর মনোহর অনুরণনশীল ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে এবং শ্রুতির দিক থেকেও যন্ত্রসংগীতের মতো মধুর হ'য়ে তার পরবর্তী ধ্বনিগুলোকে সংক্রামিত করে।

নাসিক্য ধ্বনি সংশ্লিষ্ট সহজাত (homorganic) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি এগুলো ঃ—

ক বর্গীয় ঃ -ঙ্ক (পঙ্ক), -ঙ্খ (শঙ্খ), -ঙ্গ (সঙ্গ), -ঙ্ঘ (সঙ্ঘ)।

চ বর্গীয় ঃ -ঞ্চ (সঞ্চয়), -ঞ্ছ (বাঞ্ছা), -ঞ্জ (গঞ্জনা), -ঞ্ঝ (ঝঞ্ঝ)।

(চ বর্গীয় ধ্বনিগুলোর সব কটিই প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্টধ্বনি (dorso-alveolo plosive sound)। এ কারণে একই শব্দের মধ্যে তার পূর্ববর্তী সমস্থানজাত 'ন' ও প্রশস্ত দন্তমূলীয় তথা 'ঞ' রূপে উচ্চারিত হয়। 'ঞ' এখানে 'ন'এরই একটি বিশেষ অন্তর্ধ্বনি (allophone)।)

ট বর্গীয় : -ণ্ট (বণ্টন), -ণ্ঠ (কাণ্ঠা), -ণ্ড (কাণ্ড)।

(ট বর্গীয় ধ্বনিগুলোর প্রত্যেকটিরই উচ্চারণ দন্তমূলীয় মূর্ধন্য। সেজন্যে এদের পূর্ববর্তী সমস্থানজাত 'ন'ও জিভের ডগা দুমড়ে যাওয়ার ফলে দন্তমূলীয় মূর্ধন্যরূপে উচ্চারিত হয়। এ পরিবেশের দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ধ্বনি মূলত দন্তমূলীয় 'ন' রই সহধ্বনি।)

ত বর্গীয় : -স্ত (সান্ত্বনা), -ন্থ (পন্থা), -ন্দ (মন্দা), ন্ধ (গন্ধ)।

(ত বর্গীয় ধ্বনি চারটির উচ্চারণ দন্ত্য। সেজন্যে এদের পূর্ববর্তী সমস্থানজাত নাসিক্য ধ্বনি 'ন'ও এ পরিবেশে দন্ত্যত্ব প্রাপ্ত হয়।)

প বর্গীয় : -ম্প (ঝম্প), -ম্ফ (গুম্ফ), -ম্ব (গুম্বজ), -ম্ভ (গম্ভীর)।

অসংযুক্ত (simple consonant sound) ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় ওপরে আলোচিত যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে নানা শক্তির লীলা লক্ষ্য করা যায়। -'প্‌ত', -'ক্‌ত', -'ব্‌দ', -'ট্‌ঠ', প্রভৃতি শব্দমধ্যবর্তী 'অভিনিধান'জাত ব্যঞ্জনধ্বনি 'ক্ল', 'গ্ল', 'প্ল', 'ম্ল', 'ত্র', 'দ্র', 'ম্র', 'শ্র', 'স্ব' প্রভৃতি এক প্রয়াসজাত যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি, -'ক্‌ক', -'ল্‌ল', -'ট্‌ট', -'ড্‌ড', -'ত্‌ত', -'ন্‌ন', -'ম্‌ম, প্রভৃতি দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি এবং -'ঙ্ক', -'ঙ্খ', -'ঙ্গ', -'ঙ্ঘ', -'ঞ্চ', -'ঞ্জ', -'ঞ্ঝ', -'ণ্ট', -'ণ্ঠ', -'ণ্ড', -'ম্প', -'ম্ফ', -'ম্ব', -'ম্ভ', প্রভৃতি সমস্থানজাত ব্যঞ্জনধ্বনি —এদের গঠন ও ধ্বনিপ্রকৃতি যেমনই হোক না কেন এদের প্রথমাংশের উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীগুলো ক্ষণিকের জন্যে অর্গলবদ্ধ হ'য়ে গিয়ে মুক্তিলাভের জন্যে 'অন্তরিত পরাক্রমে' সংগ্রামে রত হয়। উচ্চারকদ্বয়ের এ ধরনের অর্গলবদ্ধ অবস্থার জন্যে উক্ত ধ্বনি উচ্চারণে অধিক সময় নেয়; ফলে উক্ত ধ্বনিগুলোর quantity বা কালপরিমাণগত দিক আপনা থেকেই বৃদ্ধি পায়।

মাত্রা ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর দ্বিমাত্রিক হওয়ার কারণ।

বাংলার মাত্রাবৃত্ত ও ক্ষেত্রবিশেষে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সংযুক্ত ধ্বনির পূর্বস্বর যে সাধারণত গুরু বা দ্বিমাত্রিক হয় তাও এ কারণেই। এ সব ক্ষেত্রে সময়ের প্রলম্বন এ ধরনের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরে না সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দুটির প্রথমটিতে তা অনুভূতি সাপেক্ষ। গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে এ রকম ক্ষেত্রে সময়ের

প্রলম্বন যত না স্বরধ্বনিতে তারও চেয়ে বেশী ক'রে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটিতে। ব্যঞ্জনধ্বনিও যে প্রলম্বিত হয় এ সকল ক্ষেত্র তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ সম্পর্কে ধ্বনিগুণ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। তা যা হোক এসব ধ্বনি উচ্চারণে উচ্চারকদের সংশ্লিষ্ট মাংসপেশী এমনভাবে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে যে তার ফলে নির্গত ধ্বনিগুলো যেন প্রবল ধাক্কায় উৎক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। বক্তা এ ধরনের ধ্বনি উচ্চারণে ধ্বনির মহিমা ও অন্তর্নিহিত শক্তির লীলা উপলব্ধি করে আর শ্রোতার কানেও এরা গম্ভীর তরলাভিঘাতের সৃষ্টি করে। তাই সাধারণ কথাবার্তায়, বক্তৃতায়, গদ্য ও পদ্যের আবৃত্তিতে বিশেষ ক'রে কবিতায় যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির জলদগম্ভীর-নির্ঘোষে ধ্বনিমুগ্ধ মানুষ স্বতই উল্লসিত না হ'য়ে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিভিন্ন প্রকারের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বিত গদ্য ও পদ্যের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে বারংবার আবৃত্তির সাহায্যে তাদের গুরুগম্ভীর অনুরণন ও উদার উদাত্ত ছন্দঝঙ্কার আস্বাদন করা যেতে পারে ঃ—

এই সেই সকল গিরি তরাঙ্গিণী-তীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়া সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখ-সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। ...এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবন-গিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সমীর সঞ্চরমান-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বিবিধ বন-পাদপ সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমনীয়, পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

(বিদ্যাসাগর)

এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী
শোভে তব বক্ষস্থলে হে নীলাম্বুস্বামী,
কৌস্তভরতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?

(মধুসূদন)

সেদিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ, গুরু গুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন
একদিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন ঝ'রে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।

(মেঘদূত : রবীন্দ্রনাথ)

ঘূর্ণচক্র জনতা সঙ্ঘ
বন্ধনহীন মহা আসঙ্গ
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ
আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ
পড়িব নিম্নে উড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।

(নগরসংগীত : রবীন্দ্রনাথ)

পউষপ্রখর শীতে জর্জর, ঝিল্লি মুখর রাতি
নিদ্রিতপুরী নির্জন-ঘর, নির্বাণ দীপবাতি।

(সিন্ধুপারে : রবীন্দ্রনাথ)

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

(ভাষা ও ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ)

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি' উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়॥

(বর্ষশেষ : রবীন্দ্রনাথ)

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একী, সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

(মদনভস্মের পর : রবীন্দ্রনাথ)

হে হংস বলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

(বলাকা : রবীন্দ্রনাথ)

মেঘ্‌লা থম্‌থম্‌ সূর্য ইন্দু
ডুব্‌ল বাদ্‌লায় দুল্‌ল সিন্ধু
হেমকদম্বে তৃণস্তম্বে
ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রুবিন্দু।

(ছন্দহিন্দোল : সত্যেন দত্ত)

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে
অবহেলি' জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন।

(খেয়াপারের তরণী : নজরুল ইসলাম)

উপরি উদ্ধৃত যে কোনো একটি অংশ জোরে জোরে বারংবার আবৃত্তি করলে (মনে মনে পড়লে এর মনোহারিত্ব ও গাম্ভীর্য ধরা পড়বে না) দেখা যাবে এর প্রবল গম্ভীর ধ্বনিসম্পদ চিত্তকে বিহ্বল ক'রে দিয়েছে ; তখন ধ্বনির অপরূপ কলকল্লোল ও জলধি-গর্জন ছাড়া যেন আর কিছুই কানে প্রবেশ করতে চায় না। এ কারণেই কবিতা কিংবা শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনার ছন্দ-সৌন্দর্য ও ধ্বনিমাধুর্য উপলব্ধি করতে হ'লে জোরে জোরে আবৃত্তি করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং এও সত্য যে যথাযথ উচ্চারণ ও আবৃত্তি করতে পারলে যে কোন উৎকৃষ্ট কবিতার অর্ধেক অর্থ সুপরিস্ফুট হয় এবং তার থার্থ স্বাদগ্রহণও সম্পূর্ণ সম্ভবপর হয়।